রূহ সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত মাসআলাসমূহ

বিভাগ/অধ্যায়ঃ রূহ সম্পর্কে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মাস'আলা

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ইসলামহাউজ.কম

বিংশতম মাসআলা: নফস ও রূহ কি একই জিনিস নাকি দু'টি দু'জিনিস?

উত্তর: আল-কুরআনে নফস তথা আত্মাকে মানুষের পুরো সত্তাকে বুঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿فَسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُم﴾ [النور : ٦١]

"(তবে তোমরা যখন কোন ঘরে প্রবেশ করবে) তখন তোমরা নিজদের ওপর সালাম করবে।" [সূরা আন-নূর, আয়াত: ৬১]

আল্লাহ তা'আলা নফস সম্পর্কে আরও বলেছেন,

﴿وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ﴾ [النساء : ٢٩]

"আর তোমরা নিজেরা নিজদেরকে হত্যা করো না।" [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ২৯]

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿يَوۡمَ تَأۡتِي كُلُّ نَفۡسٖ تُجَٰدِلُ عَن نَّفۡسِهَا١١١﴾ [النحل: ١١١]

"(স্মরণ কর সে দিনের কথা) যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের পক্ষে যুক্তি-তর্ক নিয়ে উপস্থিত হবে।" [সূরা আন-নাহাল, আয়াত: ১১১]

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿كُلُّ نَفۡسِۢ بِمَا كَسَبَتۡ رَهِينَةٌ٣٨﴾ [المدثر: ٣٨]

"প্রতিটি প্রাণ নিজ অর্জনের কারণে দায়বদ্ধ।" [সূরা আল-মুদ্দাসসির, আয়াত: ৩৮]

আবার কুরআনে নফসকে শুধু রূহের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন,

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿يَٰٓأَيَّتُهَا ٱلنَّفۡسُ ٱلۡمُطۡمَئِنَّةُ٢٧﴾ [الفجر: ٢٧]

"হে প্রশান্ত আত্মা!" [সূরা আল-ফাজর, আয়াত: ২৭]

﴿أَخۡرِجُوٓاْ أَنفُسَكُمُ﴾ [الانعام: ٩٣]

"(এমতাবস্থায় ফিরিশতারা তাদের হাত প্রসারিত করে আছে, তারা বলে), তোমাদের জান বের কর।" [সূরা আল-আন'আম, আয়াত: ৯৩]

অন্য দিকে রূহ কখনও শরীরের জন্য ব্যবহৃত হয় নি; একাকিও নয়, আবার নফসের সাথেও নয়। অতএব, নফস ও রূহের মধ্যে পার্থক্য হলো সিফাত তথা গুণের মধ্যে; যাতের মধ্যে পার্থক্য নেই।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=5834

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন